বিষয়- অনলাইন ব্যবহারে সতর্কতা

১০/৬/২০

সম্মানিত অভিভাবক,

আসসালামু আলাইকুম।

আশা করি পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে ভালো আছেন।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্যে গত ১৫/৪/২০ তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে আমরা জানিয়েছিলাম যে, অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তির সময়োপযোগী **যথাযথ ব্যবহারের** মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করার জন্যে স্কুলের ওয়েব সাইটকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং সে চিঠিতে আপনাদের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছিল যে, আপনার সন্তান যেন প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তার পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে অনলাইন আসক্তিতে আক্রান্ত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা, সন্তানের যে-কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং হোম কোয়ারেন্টাইন পালনকালে সন্তানকে আপনিও পর্যাপ্ত সময় দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, তাই তার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা সেই সাথে সন্তানকে সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করার আহবান।

একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আপনার জানা বিষয়গুলোর প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-

প্রিয় অভিভাবক, আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে যে, স্কুল কেন অনলাইন ক্লাস চালু করছে না? আপনারা জানেন যে, শিক্ষার্থীদের ইন্টার-একটিভ অনলাইন ক্লাস চালু করার জন্যে কিছু সফটওয়্যার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অ্যাপস ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, যার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শারীরিক-মানসিক-আত্মিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। যদিও ফুল-টাইম ব্যবস্থাপনার স্কুল হওয়ার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীদের পাঠ শিক্ষককেই বুঝিয়ে দিতে হয় এবং শিক্ষককেই তা আদায় করে নিতে হয়। তাই সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধ্যমতো প্রতিদিনের পাঠসমূহের ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় এসাইনমেন্ট ওয়েবে আপলোড করছেন এবং আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের পাঠের অগ্রগতি ও সমস্যার সমাধান যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

যে বিষয়গুলো বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জন্যে ঝুঁকির সৃষ্টি করছে

- ✓ শিক্ষার্থীকে অভিভাবক হিসেবে স্মার্ট ফোনটি দিয়ে দিচ্ছেন হয়ত একান্তে নির্বিঘ্নে প্রতিদিনের পাঠ সম্পন্ন করবে সে জন্যে। কিন্তু ভেবে দেখুন এর কোনো প্রয়োজন আছে কি? আপনার কোমলমতি সন্তানের প্রতি কি আপনি মনোযোগ দিতে পারছেন? তারা শিশু, যে-কোনো মুহূর্তে তারা ভুলের শিকার হতে পারে।
- ✓ শিক্ষার্থী ডিভাইস ব্যবহার করে পাঠ আদানপ্রদানের ফাঁকে ব্যক্তিগত ছবি, কন্টেন্ট প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। একে অন্যের সাথে অপ্রয়োজনীয় গল্পে/ আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে যেতে পারে।
- ✓ ভার্চুয়াল জগতে এমন কিছু তথ্য, ভিডিও বা ছবির বিচরণ হতে পারে, যা ঘটে যেতে পারে আপনার দৃষ্টির অগোচরে। যা আপনার সন্তানের মনোজগতকে বিভ্রান্ত করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

তাই কিছু করণীয়-

- ✓ স্মার্ট ফোনের পরিবর্তে সুযোগ থাকলে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে যে পাঠের ভিডিওসমূহ তার প্রয়োজন তা ডাউনলোড করে নিন তারপর ইন্টারনেট কানেকশন অফ করে দিন। সারাক্ষণ ইন্টারনেট কানেকশন রাখার কোনো প্রয়োজনও হচ্ছে না।
- ✓ শিক্ষকের সাথে আপনার সন্তানের কোনো বিষয়ে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে মেহেরবানি করে ফোনে কথোপকথনের মাধ্যমে আপনিই তা সম্পন্ন করুন আর নিতান্তই শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর কথা বলার প্রয়োজন হলে আপনিও সচেতন থাকুন।
- ✓ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার্থীদের ফেইসবুক, ইমো, হোয়াটস এ্যাপ, ভাইবার, মেসেঞ্জার ইত্যাদি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। এ মাধ্যমগুলোর কিছু কিছু প্রয়োজনে আপনি ব্যবহার করুন, সেইসাথে ইমেইলে ডকুমেন্ট পাঠিয়ে মেহেরবানি করে ফিডব্যাকগুলো শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিন। তবে কোনোভাবেই এ মাধ্যমগুলো শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে না।
- ✓ ওয়েব ভিসিটের সময় সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে চিন্তা প্রক্রিয়াধীন। তাই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সবকিছু ওয়েব থেকে রাত ৮টার মধ্যেই সংগ্রহ করে নিতে চেষ্টা করুন।
- ✓ সন্দেহ নয়, সন্তানকে আস্থায় নিয়ে সচেতন থাকুন, যেখানে আপনার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশ্বিক এই বিরূপ পরিস্থিতিতে এখন সবকিছু ছাপিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ও সন্তানদের মনোদৈহিক নিরাপত্তা। কভিড এসেছে, চলেও যাবে, কিন্তু আমাদের সন্তানদের যদি এইসময়ে ভার্চুয়াল জগতে আসক্তি তৈরি হয়, তবে তা হবে আত্মঘাতী এবং এ ক্ষতির প্রভাব সুদূরপ্রসারি। তাই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা- বৈশ্বিক জরাজীর্ণতার ঝাপটা যেন আমাদের সন্তানদের গায়ে না লাগে। আর তা থেকে এ যাত্রায় তাদের বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধে জয়ী হতে হবে আমাদের সকলকে। পরম করুণাময় আমাদের সে জ্ঞান দান করুন।

ধন্যবাদান্তে

কসমো স্কুল কর্তৃপক্ষ